'থিংক এন্ড গ্রো রিচ' এর নীতিগুলোকে কাজে
পরিণত করতে এই বইয়ের সাহায্য নিন

রোড টু সাকসেস

সাফল্য আর সুখের অতুলনীয় নিয়মাবলী

নেপোলিয়ন হিল

রূপান্তরঃ মাহফুজ আলম

লেকচারার, সফল লেখক, ব্যবসায়ী পরামর্শদাতা, এবং অনুপ্রেরনামূলক চিন্তক নেপোলিয়ন হিলের জন্ম ১৮৮৩ সালে। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ভার্জিনিয়াতে জন্মগ্রহণকারী নেপোলিয়ন হিলের যাত্রা শুরু হয় মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্থানীয় পত্রিকার মাউন্টেন রিপোর্টার হিসেবে।

জীবনে বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন 'কেন মানুষ অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, আর জীবনে কেনইবা মানুষ অসুখী হয়'এর কারণ খুঁজে বের করতে। এক্ষেত্রে তাঁর লেখা 'থিংক এন্ড গ্রো রিচ' হলো শ্রেষ্ঠ বই সেটি প্রকাশিত হওয়ার পর পুরো পৃথিবীতে প্রায় পনেরো মিলিয়ন কপি বিক্রির রেকর্ড অর্জন করে।

প্রায় পাঁচশ সফল মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে দীর্ঘ সফল জীবন অতিক্রম করে নেপোলিয়ান হিল ১৯৭০ সালে পরলোকগমন করেন।

রোড টু সাকসেস

মূলঃ নেপোলিয়ন হিল

রূপান্তর

মাহফুজ আলম

বইবাজার

সূচিপত্র

ভূমিকা
ডন এম. গ্রিন
নেপোলিয়ান হিল ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর.....৭
মুখবন্ধ ১১

প্রথম অধ্যায়
জীবনের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন.....১৩

অধ্যায় দুই
আত্মবিশ্বাস ২৭

অধ্যায় তিন
উদ্যোক্তা.....৩৪

অধ্যায় চার
উদ্ভাবনী শক্তি ৩৮

অধায় পাঁচ
উদ্যমী ৪৪

অধ্যায় ছয়
কর্মশক্তির প্রয়োগ.....৪৮

অধ্যায় সাত
আত্মনিয়ন্ত্রণ বিগত ত্রিশ বছরের আবিষ্কৃত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ৫৫

অধ্যায় আট
বিনিময়ে পাওয়া পুরস্কারের চেয়ে বেশি কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন
জীবন যুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে গরীব থেকে ধনী হোন..... ৬৫

অধ্যায় নয়
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ৭৮

অধ্যায় দশ
সঠিক চিন্তা-ভাবনা ৮৬

একাদশ অধ্যায়
একাগ্রতা ৯৩

অধ্যায় বারো
অধ্যবসায় ১০১

অধ্যায় তেরো
ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ ১০৭

চতুর্দশ অধ্যায়
পরমতসহিষ্ণুতা ১৩৩

অধ্যায় পনেরো
গোল্ডেন রুলের প্রয়োগ ১৫৪

দ্বিতীয় অংশ
সাফল্য (Success) ১৬৩

ভূমিকা

ডন এম. গ্রিন
নেপোলিয়ান হিল ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

কেন কিছু মানুষ সফল হয় আর কেন বাকিরা ব্যর্থ হয় এটা কি আপনাকে কখনও হতবাক করেছে? এটা ছিল নেপোলিয়ান হিলের কিশোর বয়সের একটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের পেছনে তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। কেন কিছু মানুষ সফল আর বাকি লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন সফল হতে পারে না এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করেছেন যেমনটা পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো মানুষ কখনও করে নি।

অলিভার নেপোলিয়ান হিল ১৮৮৩ সালে ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের একটা দুর্গম পাহাড় সমৃদ্ধ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হিল যে জীবনে সাফল্য অর্জন করবেন এর কোনো নমুনাই জীবনের শুরুর দিকে ছিল না। কাঠের তৈরি একটা কেবিনে জন্মগ্রহণ করা হিল একদা বলেছিলেন, "আমার পূর্ব তিন পুরুষরা এই পাহাড়ি অঞ্চলের বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেই দারিদ্রতার সাথে কঠোর সংগ্রামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতো, বাস করতো আর মৃত্যুবরণ করে আসছে।"

জীবন সেখানে খুবই সংকীর্ণ মনে হয় যখন পশ্চিমের কোনো শহরের সাথে তুলনা করা হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে জীবনের প্রত্যাশা খুবই ছোট ছিল সেখানে। অপর্যাপ্ত পুষ্টির জন্য বহু ভার্জিনিয়াবাসী দীর্ঘস্থায়ী রোগ-শোকে ভুগতো।

মাত্র দশ বছর বয়সে যখন বড় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য সামান্য প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে মারা যায় তার মা। পরের বছর বাবা আবার বিয়ে করলেন, আর সেটাই ছিল কিশোর হিলের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। নেপোলিয়ানের সৎমা মার্থা র‍্যামেই ব্যানার ছিলেন একজন শিক্ষিত মহিলা, উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের বিধবা স্ত্রী আর ডাক্তারের মেয়ে। নতুন মা হিলের মধ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেল, যেটা অন্য কেউ কখনও খেয়াল করেনি। তিনি কিশোর বয়সেই এক টাইপ রাইটারের হয়ে বন্দুকের ব্যবসা করতে হিলকে রাজি করান এবং কিভাবে বন্দুক চালাতে হয় তার প্রশিক্ষণও দিলেন। পনেরো বছর বয়সে ঐ টাইপ রাইটার তাকে দিয়ে খবর

মুখবন্ধ

তরুণ লেখক হিসেবে নেপোলিয়ান হিল যখন ইউ. এস. স্টিলের প্রতিষ্ঠাতা এন্ড্রু কার্নেগীর ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এবং সফল ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধানের অফার গ্রহণ করেন তখন সময়টা ছিল ১৯০৮ সাল। কার্নেগী হিলকে বলেছিলেন, "একজন সফল মানুষের সাফল্যের দর্শনগুলো অন্য একজনকে সফল হতে সাহায্য করতে পারে।" কিভাবে সাফল্যের দর্শনগুলোকে উন্নত করা যায় এবং সেগুলো কীভাবে শিক্ষা দেয়া যায় সেজন্য বিশ বছরের এই অ্যাসাইনম্যান্ট হিল আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। হিল এক বক্তৃতায় বলেন, যখন কার্নেগী তাকে সাফল্যের দর্শন সম্পর্কে বলেন, তখন তাকে লাইব্রেরিতে যেতে হয়েছিল *দর্শন* শব্দটার অর্থ খুঁজে বার করার জন্য।

১৯১০ সালে যখন হিল ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ডেট্রোয়েট যান ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে তখন ফোর্ড কোম্পানি বিশাল পরিসরে সর্বস্তরের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার যোগ্য গাড়ি উৎপাদন করতে শুরু করে।

হিল যখন ফোর্ডের ইন্টারভিউ নিয়ে কাজ করছিলেন ফোর্ড তখন হিলের কাছে একটা গাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হিল এতটাই প্ররোচিত হন যে, তিনি বাড়িতে ফিরে আসার জন্য ৫৭৫ ডলার দিয়ে একটা গাড়িই কিনে ফেললেন। তবে গাড়ি কেনার টাকাটা মনে হয় তার সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীর ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অধিবাসি ধনী বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক হিসেবে পেয়েছিলেন।

হিল সাক্ষাতকার নিয়ে ফিরে আসার পর কীভাবে গাড়ি বিক্রয় করতে হয় তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে অটোমোবাইল কলেজ অব ওয়াশিংটন প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর থেকে জীবদ্দশার পুরো সময় জুড়ে গাড়ির প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। এমন একটা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন যেখানে একটা গাড়ি থাকা মানে ধনবান হিসেবে পরিগণিত হতো। প্রথম বইটা যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি ২৫০০০ ডলার পরিশোধ করেন রোলস– রয়েছ গাড়ির জন্য, যেটা তখনকার জন্য অনেক টাকা।

গাড়ির প্রতি ঝোক থাকায় এবং কিশোর বয়স থেকে লেখক হওয়ার ইচ্ছা থাকায় স্বাভাবিভাবেই হিল বিভিন্ন আর্টিক্যাল লেখার সময় গাড়ি ব্যবহার করতেন।

নিজের জীবনী, *আ লাইফটাই অব রিচেস*, এ লিখেন, "অন্য লক্ষ লক্ষ অ্যামেরিকানদের মত অসচ্ছল এলাকায় জন্মগ্রহণ করে," হিলের ভাগ্যেই লেখা ছিল যেন বাল্বের ফিলামেন্ট, ফোনোগ্রাফ, এবং আরও কয়েকশত যন্ত্রের আবিস্কারক থমাস এডিসন; এডিসনের মতই অল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত ইউ. এস. স্টিলের প্রতিষ্ঠাতা এন্ড্রু কার্ণেগী; ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেররি ফোর্ডসহ আরও ডজনখানেক স্ব-প্রতিষ্ঠিত মানুষের সাহচার্য্য পাওয়া। যেখানে অন্যরা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে যারা নিজের চেষ্টায় সফল হয়েছেন তাদের প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক ছিল হিলের। এমন সব মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে জানার স্বপ্ন ছিল হিলের যারা অসাধারণ সব কর্ম করেছেন।

কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের মত, নেপোলিয়ান হিল তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র যে অ্যামেরিকার মহান অর্জনকারীদের প্ররোচিত করতে পেরেছেন তা নয় বরং তাদের সফলতার গোপন চাবিকাঠিগুলো খুঁজে বার করে সেগুলো পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন।

বিলবোর্ডস অন দ্যা রোড টু সাকসেস নামে হিল পনেরোটি আর্টিক্যালের একটা সিরিজ লিখেছেন। এই বইয়ের আর্টিক্যালগুলো ঠিক তেমন যেমনটা হিল তার প্রাচীন ম্যানুয়াল টাইপরাইটার দিয়ে লিখেছিলেন। আর্টিক্যালগুলো হিলের জীবদ্দশায় নব্বই বছর আগে যেমনটা কার্যকরী ছিল বর্তমানেও ঠিক তেমনই কার্যকর।

প্রথম অধ্যায়

জীবনের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

জীবনে সফলতা অর্জন করতে চান?

একটা সুন্দর বাড়ি আর কিছু ব্যাংক-ব্যালেন্স পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আপনার আছে। সম্ভবত আপনার নিজের একটা গাড়িও থাকা চাই এবং যখন কাজ করার মতো সামর্থ্য থাকবে না তখনও জীবনকে উপভোগ করতে নিশ্চয়ই আপনি চাইছেন।

এর সবকিছুই আপনার হবে, এমনকি তার চেয়েও বেশি হতে পারে, যদি আপনি **রোড টু সাকসেস**-এর মধ্যে যে সব নিয়ম-কানুন বলছি সেগুলো এবং এর মাধ্যমে উদ্ভূত নতুন কোনো তথ্য আপনার সামনে উপস্থাপিত হয় তার অনুসরণ করেন।

সফলতার চাবিকাঠিগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে। এগুলো টিকে আছে এবং এর পথ নির্দেশক চিহ্নগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উপায়গুলো আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে, আপনাকে ঠিক কী করতে হবে। এখানে পনেরটি পথ নির্দেশক চিহ্ন রয়েছে আর আপনি যদি এগুলো মনোযোগ সহকারে পড়েন এবং সেখানে যা করতে বলা হয়েছে তার প্রতিটি কাজ যদি যথাযথ পালন করেন, তবে সফলতা পেতে কোনো বাধাই আপনাকে থামাতে পারবে না।

এই পঞ্চদশ চাবিকাঠিগুলো এমন একজনের মনের ভাবনা থেকে বের হয়েছে যিনি এখন অত্যন্ত সফল একজন মানুষ। এখন তিনি বাড়ির মালিক। নিজের গাড়িও আছে। ভালো পরিমাণের ব্যাংক-ব্যালেন্স আছে। সস্ত্রীক কয়েকজন ছেলেপুলেও আছে। তিনি সুখী এবং সফল একজন মানুষ। তাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না এবং কোনো সুযোগ-সুবিধাও পাননি যেমনটা আছে আপনার, আর অল্প কিছু কাল আগেই তিনি একজন পরিশ্রমী খনিশ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করেন।

আজ আপনি যেমন সফল, এই ব্যক্তিও তেমনি সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন, শুধুমাত্র এই পঞ্চদশ চাবিকাঠির অনুসরণ করে যেগুলো **'রোড টু সাকসেস'**এ বলা হয়েছে।

প্রথম চাবিকাঠিকে বলা হয়:

জীবনের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করা!

আরও একটা সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বেই আপনি জীবনে কী হতে চান তার *একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য* আপনাকে অবশ্যই নির্ধারণ করে ফেলতে হবে। নির্ধারণ করার পরে, স্পষ্ট করে তা লিখে ফেলুন, পারলে একেবারে সহজ কিছু শব্দ দ্বারা। সেটাকে এমনভাবে লিখতে হবে যাতে করে যে কেউ পরবর্তীতে তা একবার পড়েই বুঝতে পারে।

কীভাবে আপনার লক্ষ্যটাকে লিখতে হবে তার একটা নমুনা এখানে দিলাম:

ধরুন, আপনার লক্ষ্য হলো নিজের একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, ভালো পরিমাণের ব্যাংক-ব্যালেন্স আর এমন পরিমাণে আয় যাতে আপনার বাকি জীবনটাকে আনন্দে উপভোগ করে কাটাতে পারেন; আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা লিখে রাখার জন্য এই শব্দগুলোর আশ্রয় নিতে পারেন:

"আমার জীবনের লক্ষ্য হলো একটা বাড়ি হবে, একটা গাড়ি এবং ভালো মানের ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকবে, এবং এমন পরিমাণের আয়ের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে অবসর জীবনে আনন্দ আর সাবলীলভাবে জীবন যাপন করতে পারি। *এই লক্ষ্য পূরণে আমি নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুর্যোগ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত, এবং নিজেকে এমনভাবে পরিচালিত করবো যেখানে আমার কাছ থেকে সেবা গ্রহণকারী আমার কাজের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। এটার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমার কর্মীবৃন্দ সবসময় আমার কাজের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে, যার বিনিময়ে আমি সেবা দিতে রাজি হয়েছি তা গ্রহণ করার বদৌলতে সর্বোচ্চ সেবা দিতে সবসময়ই সচেষ্ট থাকব, কারণ আমার সচেতন জ্ঞান বলছে যে, এই স্বভাবগুলো আমাকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কর্মী হিসেবে গড়ে দেবে, পাশাপাশি আমাকে এমন বেতন অর্জনের উচ্চতায় নিয়ে যাবে যার জন্য এমন সেবা আমি দিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় করেছি। আমার নাম সেই অভীষ্ট লক্ষ্যের ঘরে লিখাব এবং বারোতম রাত পর্যন্ত প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে একবার করে তা পড়ব।*

(স্বাক্ষর).....

.....

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, কেউ একজন যদি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অতীতের সফল ব্যক্তিরা যেমন করেছিলো অর্থাৎ লিখে রাখে এবং বারোতম রাত পর্যন্ত ঘুমাতে

অধ্যায় দুই

আত্মবিশ্বাস

রোড টু সাকসেস বা সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠিটি হলো আত্মবিশ্বাস।

সফলতা অর্জনের জন্য আপনাকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্যকেউ যতক্ষণ আপনাকে বিশ্বাস করছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারবেন না আবার অন্য কেউ আপনার উপর বিশ্বাস আনতে পারবে না যদি না আপনি সেটার যোগ্য হোন।

আজকের দিনে দেখা হওয়া প্রায় সকলেই যদি আপনার প্রতি মন্তব্য করে যে, আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে তবে আজ রাত পোহাবার আগেই একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করা শ্রেয় হবে বৈকি। আর যদি আজকে দেখা হওয়া একাধারে তিনজন মানুষ আপনাকে বলে যে আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে তবে আপনি অসুস্থতা অনুভব করবেন।

পক্ষান্তরে, আজকে দেখা হওয়া সকলে যদি আপনাকে বলে, অসাধারণ পছন্দনীয় ব্যক্তি তো আপনি, তাহলে কথাগুলো আপনাকে এতটাই প্রভাবিত করবে যে আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। আপনার কর্মীরা যদি প্রতিদিন আপনাকে নিয়ে মন্তব্য করতে পছন্দ করে তবে তাদেরকে সেই কাজগুলো সম্পর্কে বলুন যেটা সবচেয়ে ভালো কাজের মধ্যে পড়ে। আর সেটা আপনাকে নিজের প্রতি বিশ্বাসী হতে প্রভাবিত করবে। যদি আপনার কর্মীরা প্রতিনিয়ত বলে থাকে যে আপনি খুব ভালো করছেন তবে বুঝবেন আপনার নিজের প্রতি নিজের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

আমাদের সকলের দরকার শুধু অন্য সকলে আমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন আর সাহস যোগানো।

যারা জানে তারা বলে থাকে, একজন মানুষের স্ত্রীই তাকে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করাতে পারে শুধুমাত্র প্রতিদিন তাকে কাজ করতে যাওয়ার সময় একটা সুন্দর হাসি আর উৎসাহ যোগানোর মতো কোনো কথা বলে। যিনি **রোড টু সাকসেস** এর জন্য এই চাবিকাঠিগুলো তৈরি করেছেন তিনি সফলতার জন্য